কারে কয় ভালোবাসা? আবারো প্রতিক্রিয়া

আসলেই কারে কয় ভালোবাসা, ফায়সাল সাহেব? আমি নিজে এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে বিস্তারীত জানি না। শুধু শুনেছি, মহাপুরুষ গৌতম বুদ্ধ স্বয়ং নিজে পর্যন্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের মেয়েদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। এ যুগের নারীবাদীরা মহাপুরুষ গৌতমের এ উপদেশ সম্পর্কে কি ভাবেন জানি না। আমি ভাই, রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানুষ। তথাপি আশে পাশে তাকালে মাঝে মাঝে আমার নিজের ও মনে হয় Women are such organisms *(not orgasm!)* that, neither, you can live with them, nor, you can live without them! কি মুশকিলের কথা, তাই না? তথাপি সময় ও সুযোগ অনুকূল হলে *দিল্লিকা লাড্ডু* না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়েই পস্তানোর ইচ্ছে আছে। জীবনতো মোটে একটাই। তার ওপর, ধর্মে আস্থা নেই বলে বেহেস্তে ও ৭০ জন হুরী পাওয়ার ও চানস নেই। যা করার ইহধামেই করতে হবে।

ভালোবাসা বিষয়ে আমার প্রতিক্রিয়ার উপর এমন সুন্দর, মনকাড়া ও মার্জিত ভাষার মন্তব্যের জন্য আপনাকে সাধুবাদ জানাই। একাধিক বার পড়ে মনে হয়েছে, মূল বিষয়ে আমাদের দু'জনের মতামতের সাযুজ্য একেবারে নগণ্য নয়। যেমন- ফায়সাল সাহেব বলেছেন, *'আসলে টাকা বা মাল পানি শুধু ভালবাসা নয়,জীবনের সকল ক্ষেত্রেই একনম্বরের দাওয়াই। তবে এটাও ঠিক অন্যান্য গুন (ব্যক্তিত্ব,মেধা,প্রতিভা, শিক্ষা,শারীরিক সৌন্দয্য,সুন্দর ব্যবহার) ছাড়া শুধুমাল পানি (এটাও একটা গুন বা আশিবার্দ) সম্বল করে নামলে মেয়েদের হাতে সে হবার জোরাল সম্ভাবনা রয়েছে।'* আমি আমার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলাম ঃ *' নিঃসন্দেহে জোতিষীর আংটি, কিংবা মঘা ইউনানী দাওয়ার চাইতে সেগুলি উত্তম। তথাপি, আসল কথাটা উহ্য রাখার মানে হয় না। ফায়সাল সাহেব ভাল করতেন, সেকেন্ডারী টিপসের পাশাপাশি ভালোবাসা বিষয়ে প্রাইমারী টিপসটার বিষয় ও যদি পরিষ্কার করে উল্লেখ করতেন'*। অর্থাৎ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত ভালোবাসার ক্ষেত্রে ও টাকাকে আমি যেখানে বলেছি *'প্রাইমারী'* বা প্রাথমিকভাবে প্রয়োজনীয় জিনিষ, সেখানে ফায়সাল সাহেব টাকাকে বলেছেন, *'এক নম্বরের দাওয়াই'* । অনেকটা জল আর পানির মত ব্যাপার। সম্ভবত যে ব্যাপারে আমাদের দু'জনের মতামতের কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে, সেটি হচ্ছে, টাকা পরে বাদ-বাকী ব্যাপার গুলো, যা ফায়সাল সাহেবের ভাষায় *ব্যক্তিত্ব, মেধা, প্রতিভা, শিক্ষা, শারীরিক সৌন্দয্য, সুন্দর ব্যবহার*। এবার তাহলে প্রশ্ন হচ্ছেঃ সেগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ? মুশকিল হচ্ছে থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মাপার মত এ বিষয়ে সুনির্দষ্ট মাপজোকের সাহায্যে উত্তর পাওয়া সহজ নয়। ১৫%, ৫০%, নাকি ৭০%? এক্ষেত্রে মনে রাখা খুবই দরকার, প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আলাদা। আবার সংশ্লিষ্ট সমাজের বেশিরভাগ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার ও রয়েছে। সেজন্য আমি মনে করি, আকর্ষনীয় পাত্র/পাত্রীর ধারণা স্থান-কাল-পরিবেশ ভেদে আলাদা হয়ে থাকে। উদাহরণ- আমেরিকাতে এক জোড়া ছেলে-মেয়েতে বা ছেলে-ছেলে* কিংবা মেয়ে-মেয়েতে* বন্ধুত্ব হলে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বংশ পরিচয়, ধর্ম, জাত-পাত কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আমাদের দেশে সাধারণত এর উলটো ব্যাপারটি ঘটে থাকে অর্থাৎ, সংশ্লিষ্ট ছেলেমেয়ের নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ ছাড়া ও অভিভাবকের পছন্দের ব্যাপারটি গুরত্বপূর্ণ। যদি ও কদাচিত ব্যতিক্রম বিরল নয়, তথাপি আলোচনার স্বার্থে আগে থেকে বলে নেয়া ভাল, আমার কাছে অনুপাতের ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ। আমার প্রশ্ন তাই: এভারেজ মানুষজনের কাছে কোনটির প্রাধান্য বেশী? টাকা, নাকি মধুর ব্যবহার, পোশাক-আশাক, সাজ-সজ্জা, ইত্যাদি *(আমি কিন্তু কখনোই বলিনি, এগুলো সম্পূর্ণ গুরুত্বহীণ)*। পাত্র হিসেবে আজ ও আমাদের দেশে আর্মির কমিশন্ড র‍্যাংকের ছেলেদের সম্ভবত সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। আমেরিকাতে এমনটি ঘটা খুবই অস্বাভাবিক। বাংলাদেশে আমাদের দরিদ্র ও দুর্ণীতগ্রস্ত সমাজে অধিকাংশ মানুষ টাকা-পয়সার সাথে ক্ষমতা ও প্রভাবকে কামনা করে। সেখানে তাই আর্মি পাত্রের কাছে নিম্ন মধ্য-বিত্ত পরিবারের একটি মাস্টার্স পাশ ছেলে, সে যতই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও মিষ্ট ভাষী হৌক না কেন, সহজেই হেরে যাবে। হেরে যাচ্ছে ও। বাংলাদেশের যে অঞ্চলটিতে আমি বড় হয়েছি *(এসএসসি পর্যন্ত)* সেখানে আবার, পাত্র/পাত্রী হিসেবে ইউরোপ/আমেরিকাতে সেটলড ছেলেমেয়েদের পাল্লা ওজনে ভারী। না, এটি কেবলমাত্র কোন ছ্যাঁকা খাওয়া প্রেমিকের কথা হবে না, যদি আমি বলি, এরকম অনেক উদাহরণ দেখেছি, যেখানে কলেজের সবচেয়ে প্রগতিশীল ও সর্বাধিক সুন্দরী মেয়েটি কেবল অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার কারণে বিত্ত ও মোহের হাতছানিকে শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে না পেরে *ব্যক্তিত্ব, মেধা, প্রতিভা, শিক্ষা, শারীরিক সৌন্দর্য্য ও সুন্দর ব্যবহারের মাপকাঠিতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত* দীর্ঘদিনের প্রেমিক ছেলেটিকে রিসাইক্লিং ডাস্টবিনে used newspaper ছুঁড়ে ফেলার মত করে ফেলে দিয়ে দূরে চলে গিয়েছে। নারীবাদী (both typical & atypical) পাঠিকারা *(নাকি, পাঠক?)* লেখাটি এ পর্যন্ত পড়ে সম্ভবত আমার উপর চটে যাবেন। হয়তো জানতে চাইবেন, *চান্দু, সবকিছুতে শুধু একা মেয়েদের দোষ খুঁজে বেড়াও কেন?* উত্তরে বলব, প্রত্যেকে যাঁর যাঁর

অভিজ্ঞতাকেই বেশী গুরুত্ব দেবে *(সন্দেহ হলে তসলিমা নাসরিন কে জিজ্ঞাসা করুণ)*, এটাই কি স্বাভাবিক নয়? তবে হ্যা, এমনটি ঘটা ও অসম্ভব নয় যে, মফস্বলের দরিদ্র নীতিবাদী প্রধান শিক্ষকের একমাত্র মেধাবী, সুন্দরী এবং নির্লোভ মেয়েটি ও বছরের পর বছর চারপাশের লোকজনের বিত্ত-বৈভব-লন্ডনে রেষ্টুরেন্ট এর সংখ্যা *(যেমন টি আমার এলাকায় দেখেছি)* ইত্যাদি দ্বারা মানুষের সাফল্যের পরিমাণ নির্ধারণের মত অর্বাচীন ব্যাপারটি দ্বারা নিজে ও একসময় অবচেতন ভাবে প্রভাবিত হয়ে গেছে। মনে মনে আরো ধরুণ, এই ক্ষেত্রে স্কুল কমিটির সভাপতি সেজে বসে আছেন, গ্রামের সর্বাধিক মূর্খ কিন্তু সর্বাধিক সংখ্যক লন্ডনী ছেলে মেয়েদের পিতৃদেবটি, যিনি আবার অহরহ হেড মাস্টার সাহেবকে বিভিন্ন বিষয়ে নসিহত দেন। খুব কি দোষ দেয়া যাবে মেয়েটিকে, সে যদি ভবিষ্যতে প্রেমিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে ধনী ছেলেকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়? এখানে আবার লন্ডনীদের উদাহরণ টেনে আনার কারণে লন্ডনী নেই, এমন এলাকার লোকজন যেন আত্ন-প্রসন্নতায় বেশী না ভোগেন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে প্রাচুর্য, বৈভব আমাদের আলোচনার মূল বিষয়। দেশী ঋণখেলাপী, স্মাগলার, ঘুষখোর পুলিশ/কাস্টম অফিসারদের মর্যাদা পাত্র হিসেবে কুতুবুদ্দিন মার্কা লন্ডনীদের চাইতে একেবারে কম নয়। সে যাই হোক। লন্ডনী , না দেশী ঘুষখোর, সেটি কিন্তু ইস্যু নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভালোবাসা-বিয়ের ক্ষেত্রে অর্থের প্রভাব *বনাম* মিষ্টি ব্যবহার, শিক্ষা, বাহ্যিক সৌন্দর্য ইত্যাদির গুরুত্ব।

আগেরবার প্রতিক্রিয়ায় বলেছিলাম, *'হয়তো সকলেই আমরা প্রথার দাস, তবু ও সত্য সহজে বলাটাই কি ভাল নয়?'*। পথ্যের গুরুত্ব অস্বীকার করছি না। তাই বলে মুমূর্ষ রোগীর ক্ষেত্রে অক্সিজেনের দরকার সবার আগে, এ কথাটি উহ্য রাখব কেন? লেখক হিসেবে ভাল-মন্দের বাছ-বিচারের চাইতে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যেটি, তা হচ্ছেঃ *to report life and its truth as it is (i.e. as I have seen it myself).* ভালোবাসার মত off topic (?) এর একটি ব্যাপারে আমার কেন এত আগ্রহ, এ বিষয়ে আগামীতে বিশদ লেখার ইচ্ছে রইল। এ মুহূর্তে সুধী পাঠক-পাঠিকাদের শুধু এই টুকু মনে করিয়ে দিচ্ছি:

মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী,
আর হাতে রণ তূর্য।
--নজরুল।

রবি ঠাকুরতো সেই বুড়ো বয়সে ও জানিয়ে গেছেন (recalled):

কেশে আমার পাক ধরেছে বটে
তাহার পানে এত দৃষ্টি কেন?
পাড়ার** যত যুবক এবং বুড়ো,
সবাই মোরা এক বয়সী জেনো।

জেহাদী Islamistদের বিরুদ্ধে মরণ-পণ সংগ্রামে নেমেছি বলে বসন্তের বাতাসে মনের দোলা খাওয়ার ব্যাপারটি নিশ্চয়ই নাজায়েজ হয়ে যায়নি। তা'ছাড়া বয়স তো সবে মাত্র (?) একত্রিশ।

সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা।

-জাহেদ আহমদ
anondomela@yahoo.com

নিউ ইয়র্ক। ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৪

* *লাভার* ফায়সাল সাহেব মাইন্ড করলেন না তো?
** আমার কাছে ভিন্নমত/মুক্তমনা তেমনি একটি পাড়া

বর্ণসফট ২০০০ ফ্রি সফটয়ার এর সাহায্যে লিখিত।

পরবর্তী রচনাঃ চাঁদের আলোয় এপিটাফ (গল্প)